প্রশ্ন উত্তর

প্রশ্ন ১ : 'কিন্তু ভদ্রতার অযোগ্য তোমরা'।

—কাকে উদ্দেশ করে কথাটি বলা হয়েছে? তাঁর একথা বলার কারণ কী?

উ: শচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত রচিত 'সিরাজদ্দৌলা' নাটকের দ্বিতীয় অঙ্কের প্রথম দৃশ্যে বাংলার নবাব সিরাজদ্দৌলা তাঁর দরবারে আগত ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির প্রতিনিধি ওয়াটসের উদ্দেশে একথা বলেছেন।

নবাব সিরাজদ্দৌলা ইংরেজদের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করে কাশিমবাজারে কুঠি দখল করেন। ১৭৫৬ সালের ২০ জুন ফোর্ট উইলিয়াম দখল করেন। কলকাতার নাম পরিবর্তন করে 'আলিনগর' রাখেন। ক্লাইভ এবং ওয়াটসনের নেতৃত্বে কলকাতা দখল হয় ২ জানুয়ারি, ১৭৫১। পরবর্তীতে ৯ ফেব্রুয়ারি, ১৭৫৭ আলিনগরের সন্ধি স্বাক্ষরিত হয়।

সেই সন্ধির শর্ত লঙ্ঘন করেন ইংরেজরা। নবাবের বিরুদ্ধে ইংরেজরা যুদ্ধের আয়োজন ও যুদ্ধযাত্রা না করার প্রতিশ্রুতি দিলেও সিরাজের হাতে কলকাতার নৌ সেনাপ্রধান ওয়াটসনের একটি চিঠি এসে পৌঁছয়, যেটি পড়ে সিরাজ জানতে পারেন তাঁর বিরুদ্ধে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি নৌবহর পাঠিয়ে যুদ্ধের প্রস্তুতি নিচ্ছে। ওয়াটসও সেই ষড়যন্ত্রে সামিল। সে কারণেই ক্রুদ্ধ সিরাজ একথা বলেছেন।

প্রশ্ন ২ : 'তোমাদের কাছে আমি লজ্জিত।'

—বক্তা কে? তাঁর এই লজ্জার কারণ কী?

উ: প্রখ্যাত নাট্যকার শচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত রচিত ঐতিহাসিক নাটক 'সিরাজদ্দৌলা'র দ্বিতীয় অঙ্কের প্রথম দৃশ্য থেকে আহৃত উদ্ধৃতিটির বক্তা নবাব সিরাজদ্দৌলা। তাঁর দরবারে সাহায্যের প্রত্যাশায় আসা ফরাসি প্রতিনিধি মঁসিয়ে লা-কে তিনি একথা বলেছেন।

চন্দননগরের ফরাসি উপনিবেশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি অধিকার করে নিলে নবাবের সাহায্য চেয়ে মঁসিয়ে লা সিরাজদ্দৌলার রাজসভায় আসেন। ফরাসিরা বহুদিন থেকেই নবাবের সঙ্গে সদ্ব্যবহার বজায় রেখে বাংলা দেশে বাণিজ্য করেছেন। সিরাজদ্দৌলা স্বয়ং তাঁদের প্রতি সহানুভূতিশীল থেকেছেন। ইংরেজরা তাঁর সম্মতি না নিয়েই চন্দননগর অধিকার করেছে। সমস্ত ফরাসি বাণিজ্যকুঠি তাদের ছেড়ে দেওয়া হোক—এই মর্মে দাবি উপস্থিত করেছে। এরই প্রতিকারের আশায় মঁসিয়ে লা এসেছেন সিরাজদ্দৌলার কাছে।

সিরাজদ্দৌলা যে এক্ষেত্রে ফরাসিদের প্রতি পূর্ণ সহানুভূতি থাকা সত্ত্বেও ইংরেজদের সঙ্গে বিবাদে প্রবৃত্ত হতে পারছেন না—এটিই তাঁর লজ্জার কারণ। কারণ হিসেবে তিনি কলকাতা জয়ে আর পূর্ণিয়ার শওকত জঙ্গের সঙ্গে সংগ্রামে বহু লোকক্ষয় ও অর্থব্যয়ের প্রসঙ্গটি উল্লেখ করেছেন। এই অক্ষমতার জন্য মঁসিয়ে লা-র কাছে তথা ফরাসিদের কাছে তিনি ক্ষমাপ্রার্থনা করেছেন।

প্রশ্ন : ৩ ঘসেটি সিরাজের প্রতি যতটা নির্মম, সিরাজকে কি ততটা নির্দয় বলে মনে হয়েছে?

উত্তর-- শচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের 'সিরাজদ্দৌলা' নাট্যাংশের প্রায় সমাপ্তি পর্যায়ে ঘসেটিবেগমের প্রবেশ ও সিরাজের সঙ্গে উত্তপ্ত বাক্যবিনিময় ঘটেছে।

তীব্র আপত্তিকরভাবে নবাব পদে সিরাজের প্রতিষ্ঠা , তাঁর মনোনীত শওকৎ জঙ্গকে পরাহত করে হত্যা এবং তাঁকে মতিঝিল প্রাসাদ থেকে সরিয়ে এনে নজরবন্দি করে রাখায় ঘসেটিবেগমকে প্রতিহিংসাপরায়ণ করে তুলেছিল। তিনি নাট্যাংশে সিরাজের পদচ্যুতি এমন কি মৃত্যুকামনা করেছেন।বিদেশি শত্রুর আক্রমণ তাঁর কাছে "সুদিন" বলে মনে হয়েছিল। সিরাজকে তিনি "মূর্খ", "দস্যু" বলে কটূক্তি করেছেন, তাঁর মা ও স্ত্রীকে অভিসম্পাত দিয়েছেন।

অপরপক্ষে, সিরাজ তাঁর মাসি ঘসেটিকে "মা" বলে সম্বোধন করে কোম্পানির আসন্ন অভিযানে নিজের মানসিক উদ্বেগের কথা ব্যক্ত করেছেন। "বিদ্রোহিনী" বলে অভিহিত করে জানিয়েছেন ঘসেটিকে এই নজরবন্দি ঘটনাটি রাজনৈতিক কারণেই। স্বভাবতই তিনি আরও কঠোর হতেই পারতেন কুচক্রী ঘসেটির প্রতি। প্রতি-কটূক্তি না করে কেবল স্ত্রীর কাছে বিদীর্ণচিত্তে সংশয় প্রকাশ করেছেন, ঘসেটি মানবী না দানবী!

অতএব, পাঠ্যাংশ থেকে বোঝা যায়, ঘসেটির আচরণ যতখানি নির্মম, সিরাজ তত নির্দয় নন।

প্রশ্ন : ৪ 'সিরাজদ্দৌলা' নাট্যাংশ অবলম্বনে নবাব সিরাজদ্দৌলার চরিত্র বৈশিষ্ট্য আলোচনা করো।

১৭৫২ খ্রিস্টাব্দের মে মাসে আলিবর্দি খাঁ সিরাজকে তাঁর উত্তরাধিকারী বলে ঘোষণা করেন। ১৭৫৬ খ্রিস্টাব্দের ৯/১০ এপ্রিল আলিবর্দি খাঁ'র মৃত্যুর পর ১৫ এপ্রিল রাজ্যভার গ্রহণ করেন সিরাজদ্দৌলা।

নবাব হওয়ার আগে সিরাজ যতই দাম্ভিক, দুর্বিনীত, অসংযত, উচ্ছৃঙ্খল, নির্দয়, নিষ্ঠুর থাকুন না কেন, নবাবের দায়িত্বভার গ্রহণ করার পর সে স্বভাবের অনেক পরিবর্তন হয়েছিল। নবাব সিরাজদ্দৌলার আচরণে দয়ামায়াহীন উগ্রতা দেখা যায়নি। কোনও প্রতিদ্বন্দ্বী বা বিরোধী দল এমনকী ইউরোপীয়দের প্রতিও কোনো নির্মম অত্যাচার করেন নি, উগ্র মেজাজ দেখাননি। অবশ্য নবাবি ক্ষমতা পেয়ে কিছুটা উদ্ধত ও মেজাজি মনোভাব তাঁর চরিত্রে লক্ষ করা গেছে। তিনি সম্পূর্ণ দোষত্রুটিমুক্ত ছিলেন না। দৃঢ় সিদ্ধান্ত গ্রহণের অক্ষমতা, অস্থিরমতিত্ব, সংকট মুহূর্তে দিশাহারা অবস্থা তাঁর মধ্যে প্রকট।

তাঁর মধ্যে বদান্যতা, মানবিকতা, রাষ্ট্রনীতি তথা শাসনকার্য ও রাজ্যভার পরিচালনা, শাসক-অভিজাত জীবনের গুণাবলির সংমিশ্রণ লক্ষ করা গেলেও মাত্র ২৩-২৪ বছরের সিরাজ যথেষ্ট পরিণতবুদ্ধি ছিলেন না। তিনি ক্ষমতা ও পদগর্বে গরীয়ান ছিলেন। বিভিন্ন শত্রুকে একই সঙ্গে মোকাবিলা করতে যাওয়ার ভুল তিনি করেছেন। তবু ইতিহাসে সিরাজ তাঁর সাম্প্রদায়িকতা মুক্ত জাতীয়তাবাদী মনোভাব, উদারতার দৃষ্টিকোণ থেকে বিশিষ্ট হয়ে থাকবেন।